অথবা, ধর্ম ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ সম্পর্কে ম্যাক্স ওয়েবারের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ওয়েবারের ধর্ম ও পুঁজিবাদ সংক্রান্ত পর্যালোচনা সমালোচনাসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় ম্যাক্স ওয়েবারের যে স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার নানাবিধ নিদর্শনের মধ্যে ধর্ম ও অর্থনৈতিক উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রোটেস্টান্ট নীতি ও পুঁজিবাদ বিকাশের পারস্পরিক পর্যালোচনা একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণাবিশেষ। এই সূত্রে তাঁর **'দ্য প্রোটেস্টান্ট এথিক এ্যান্ড দ্য স্পিরিট অব ক্যাপিট্যালিজম'** *('The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism')* পরবর্তী সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে একটি কালজয়ী গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, ম্যাক্স ওয়েবার একজন প্রতিষ্ঠিত জার্মান আদর্শবাদী হিসাবেও বিশেষভাবে সমাদৃত। তিনি মানব জাতি এবং মানব সমাজ সম্পর্কে যে অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তুলেছিলেন, তার ফলে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী ওয়েবার ক্রমশঃ একজন মার্গীয় সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত সমাজতত্ত্ব ছিল সামাজিক কার্যাবলীর অনুধাবন ও অনুশীলন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিজ্ঞান (Science of Social action)।

১৯০৫ সালে রচিত ধর্ম ও অর্থনীতি সংক্রান্ত **'দ্য প্রোটেইন্ট এইক এ্যান্ড দ্য স্পিরিট অব কেপিট্যাল্স'** *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে তিনি মূলতঃ ধর্মীয় বিশ্বাস, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক উপাদান কোনপ্রকার অপরিবর্তনীয় উপাদান নয়। আবার এটি

2020-5-16 13:24

Scanned with CamScanner

কোনপ্রকার স্বাধীন উপাদানও নয়। তবে সমাজে অবস্থিত অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান একথা সত্য। আবার অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে অর্থনৈতিক উপাদানের সম্পর্কও নিবিড়। অর্থনৈতিক উপাদান অন্যান্য উপাদানকে প্রভাবিত করলেও ওয়েবার কিন্তু কার্ল মার্কস-এর মত একমাত্র উপাদান বলেও স্বীকার করেন নি।

ওয়েবার মনে করেন, ধর্ম ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই এক্ষেত্রে তিনি উভয়কে বিচ্ছিন্ন করে কখনো ভাবতে পারেননি। তবে ধর্ম ও অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক সমাজের গঠন প্রক্রিয়ার উপর অনেকখানি নির্ভরশীল বলে ওয়েবার মনে করেন। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক উদ্যোগকে কোন কোন ধর্মবিশ্বাস ত্বরান্বিত করে। বিপরীতভাবে কোন কোন ধর্ম অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি খ্রীষ্টধর্মীয় প্রোটেস্ট্যান্টদের কথা উল্লেখ করেন। একমাত্র এই সম্প্রদায়েরই কর্ম সম্পর্কিত নীতি নির্ধারিত আছে। তাই তিনি এরূপ সিদ্ধান্তে আসেন যে, পাশ্চাত্যের আধুনিক পুঁজিবাদ উদ্ভবের পশ্চাতে প্রোটেস্ট্যান্টদের কর্ম সম্পর্কিত নীতির অবদান অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গতঃ ওয়েবার ধর্মকে এখানে একটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করে অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপর তার প্রভাব পরীক্ষা করেছেন।

ওয়েবার ধর্মের নীতিবোধের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, ধর্মের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। ধর্মের সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধের পরিপ্রেক্ষিতে ওয়েবার ধর্মসম্পর্কিত তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয়েছেন। তিনি মনে করেন, ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধ হল সংশ্লিষ্ট ধর্মেরই ফলশ্রুতি। এ প্রসঙ্গে ওয়েবার লক্ষ্য করেছেন যে, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীরাই শিল্পজগতে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস ও স্কটল্যাণ্ডের মাত্র ৭ শতাংশ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বী থাকলেও সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যারাই ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের অর্ধেকই ছিলেন প্রোটেস্ট্যান্ট মতাবলম্বী। এই উদ্দেশ্যে ওয়েবারের ১৯০৫ সালে প্রকাশিত **'দ্য প্রোটেস্টান্ট এথিক এ্যান্ড দ্য স্পিরিট অব ক্যাপিট্যালিজম'** *(The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism)* নামক বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন যে, একমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী ধনতন্ত্র বিকাশের কারণ না হলেও ধর্মীয় নীতিবোধ এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রেরণাদানে সক্ষম হয়েছিল। তিনি মনে করেন যে, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মনীতিবোধ ব্যক্তির যোগ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে, পার্থিব বৃত্তিকে নৈতিক মর্যাদা দিয়ে, সৎ পরিশ্রমকে সম্মান জানিয়ে অর্থ উপার্জনকে নিষ্পাপ কর্তব্যকর্ম বলে ঘোষণা করেছিল। এর ফলে প্রথমে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং পরে শক্তিশালী ব্যক্তিসমূহের একত্রিকরণের মাধ্যমে পুঁজিবাদী অর্থনীতির আবির্ভাব ঘটে।

সমাজতাত্ত্বিক ওয়েবার মনে করেন, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে ধনতন্ত্রের বাহ্যিকপ্রকাশ ঘটেছে। এই কারণে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও তিনি যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষ্য করেছেন। তবে তাঁর আলোচ্য বিষয়বস্তুর কেন্দ্রবিন্দুতে অবশ্যই পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদের আবির্ভাব এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই সূত্রেই তিনি প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধের সঙ্গে ধনতন্ত্র বিকাশের প্রক্রিয়া পর্যালোচনা বিষয়ক উল্লিখিত গ্রন্থ রচনায় আগ্রহী হন। তাই ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের ধারণা এবং কার্যক্রম [illegible]

2020-5-16 18:25

Scanned with CamScanner

জোর দেন। ওয়েবারের ধারণায় পুঁজিবাদ হল এক ধরনের অর্থনৈতিক উদ্যোগ। এর উদ্দেশ্য হল শ্রম ও উৎপাদনের যুক্তিসংগত সংগঠনকে সুনিশ্চিত করা এবং সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের পরিবেশ গড়ে তোলা। অর্থাৎ সর্বাধিক সম্পদ সংগ্রহের উদ্যোগই হল পুঁজিবাদের মূলকথা। এই বিবেচনাকে পাথেয় করে প্রোটেস্ট্যান্টদের কর্ম সম্পর্কিত বিধানের অবদান অনস্বীকার্য। এই নীতিবোধের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, সুবিন্যস্ত জীবনবোধ, কঠোর সংযম, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি পুঁজিবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ধর্মীয় বিশ্বাস এবং অর্থনৈতিক উদ্যোগের সদর্থক সম্পর্ক অনুধাবনের ক্ষেত্রে ওয়েবার কতকগুলি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টাকর্ষণ করেছেন। তা হল যে, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ক্যাথলিকদের তুলনায় অধিক হারে শিল্পকারখানার মালিক, সম্পত্তিবান এবং অধিক অর্থনৈতিক উদ্যোগের অধিকারী। তাই তিনি গবেষণার কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে পুঁজিবাদ বিকাশের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিখ্যাত আদর্শ প্রকরণ (Ideal type) তত্ত্বের ধারণাটি ব্যবহার করেন। প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধে ঈশ্বরতত্ত্বকে পরিহার করে বিশেষ কতকগুলি মূল্যবোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ওয়েবার প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের আদর্শ নমুনা হিসাবে ক্যালভিনীয় ধর্মতত্ত্বের কথা বলেছেন। অপরদিকে পুঁজিবাদের আদর্শ রূপের কথা বলতে গিয়ে ওয়েবার এক বিশেষ ধরনের উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এখানে ওয়েবার ক্যালভিনীয় ধর্মমতের মৌলিক ব্যবহারিক নীতিসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। প্রসঙ্গতঃ ক্যালভিনীয় ধর্মমত হল এক বিশেষ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত, যেটি গোঁড়া ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ জাগড়িত হয়েছে। এখানে ওয়েবার ধর্মের আধ্যাত্মিক দিকটি বর্জন করে ধর্মীয় নীতিবোধের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এই ধর্মীয় নীতিবোধ হল সেই সকল পার্থিব আচরণ-বিধির সামগ্রিক রূপ যেগুলি একটি ধর্ম তার অনুগামীদের উপর আরোপ করে।

ম্যাক্স ওয়েবার প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় নীতিবোধের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পুঁজিবাদী উদ্যোগের ইঙ্গিত রয়েছে।

প্রথমত, ক্যালভিনীয় ধর্মমতানুসারে সর্বনিয়ত ঈশ্বরের মনের ধারণা কেউ করতে পারে না। তাই অতিপ্রিয়তা এবং ধর্মানুষ্ঠানাদিতে অধিক হারে নিয়োজিত হয়ে কোন লাভ নেই। এর অন্তঃরহস্যও কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই এই ধরনের ধর্মীয় নীতিবোধ থেকে মানুষের মুক্তি দিয়ে পার্থিব জগতের উপর বেশী মনোনিবেশ করাই বাঞ্ছনীয়। এর দ্বারা মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব ঘটে। এই নীতিবোধ এ ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

দ্বিতীয়ত, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতে ধর্মীয়বোধ কাজের মহিমা প্রচার করে। কর্মই ধর্ম, কর্ম একটি পুণ্য কর্ম—এই প্রচারের মাধ্যমে কর্ম মানবজীবনে অভিপ্রেত এবং অপরিহার্য বলে ধার্য হয়। কর্মেই ঈশ্বরের অবস্থান। কর্ম সাধনের মধ্যেই ঈশ্বর ভজন লিপ্ত থাকে।

তৃতীয়ত, ক্যাথলিকদের প্রতিটি দিবসই ছুটির দিন হিসাবে ঘোষিত। তাই সারা বছরই তাদের ছুটির দিনে ভরা। কেননা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনে অবসর প্রয়োজন। প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধ অনুসারে কর্মই পরম ধর্ম। তাই পবিত্র দিনগুলিতে অবসর নিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের কোন যৌক্তিকতা নেই। বরং উৎপাদনশীল শ্রমদানের মাধ্যমে সপ্তাহের প্রতিটি দিন কাজের দিন হিসাবে ধার্য করাই শ্রেয়।

2020-5-18 13:2

Scanned with CamScanner

চতুর্থত, ক্যালভিনীয় নীতি অনুযায়ী মানুষের নিয়তি পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। জীবের পরিণতি স্বর্গে না নরকগমনের মধ্য দিয়ে চূড়ান্ত হবে, তা ঠিক করাই আছে। কিন্তু কিছু বাহ্যিক বিষয়বস্তু আছে যার দ্বারা পার্থিব সাফল্য নির্ধারিত হয়। যেহেতু প্রতিটি মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী পরিণতি অজ্ঞাত থাকে, তাই কোন নির্দিষ্ট বৃত্তি নির্বাচন করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তাতে সাফল্য লাভের মধ্য দিয়ে অপার্থিব পরিণতির একটা শুভ স্থান নির্ধারণে সকলের সচেষ্ট হওয়া উচিত। তাই এই নীতিবোধে আজীবন ধর্মচর্চা না করে লাভজনক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে এবং ধনসঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে ধর্মাচরণে মানুষ আগ্রহী হতে শেখে।

পঞ্চমত, ক্যাথলিক ধর্মমতে ঋণের উপর সুদ গ্রহণ একটি পাপ কাজ, মহাজন বৃত্তি একটি ঘৃণ্য বৃত্তি হিসাবে ঘোষিত। কিন্তু ক্যালভেনীয় ধর্মমতে ঋণের উপর সুদ গ্রহণ বিষয়টি আধ্যাত্মিক অনুমোদন যুক্ত। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে। কেননা এর দ্বারা ঋণদান প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে, অর্থ সঞ্চয়ের দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠিত হয়, বিভিন্ন উদ্যোগে পুঁজির বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

ষষ্ঠত, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় নীতিবোধে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলকভাবে বাইবেল পাঠের ইঙ্গিত করেছে। তদনুসারে প্রোটেস্ট্যান্টদের বাধ্যতামূলক সাক্ষরতা ও শিক্ষাবিস্তারের বিষয়টি নীতিবোধে প্রেরণা প্রদান করে। এর ফলে সাধারণ ও বিশেষীকৃত শিক্ষার প্রসার এর দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

সপ্তমত, প্রোটেস্ট্যান্ট নীতিবোধে মদ্যপান নিষিদ্ধ হলেও ক্যাথলিক মতাবলম্বীদের ক্ষেত্রে এমন কোন নির্দেশিকা নেই। এর ফলে প্রোটেস্ট্যান্টদের অর্থনৈতিক ও নানাবিধ ক্ষতি-বৃদ্ধি এর দ্বারা রোধ হয়, সঞ্চয় বৃদ্ধি পায় এবং পাশাপাশি উৎপাদনশীল উদ্যোগে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পায়। আবার শিল্প কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটে।

অষ্টমত, প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মীয় নীতিবোধে পার্থিব ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখভোগে মানুষের অধিক হারে জড়িয়ে পড়া ঠিক নয় বলে মনে করে। তাই ব্যয়বহুল জীবনের প্রতি এই নীতিবোধ কোনপ্রকার সমর্থন করেনি। নীতিবোধের নির্দেশিকায় অধিক শ্রম, অধিক সঞ্চয় এবং সঞ্চিত অর্থে নতুন নতুন উদ্যোগে অধিক হারে বিনিয়োগের প্রতি ধর্মাবলম্বীদের অনুপ্রাণিত করে।

ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর এই সামগ্রিক পর্যালোচনায় ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সামগ্রিক দিকগুলি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে ইউরোপের পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার পশ্চাতে শুধুমাত্র ভৌগোলিক উপাদান, সামরিক স্বার্থ, বিলাস দ্রব্যের চাহিদা, প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষতঃ কয়লা ও লোহার পর্যাপ্ত সঞ্চয়, অংশীদারী উদ্যোগের প্রভাব, সাম্প্রতিক যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি কাজ করেনি। বরং এক্ষেত্রে বলা যায় মানুষের যুক্তিবাদী স্থায়ী উদ্যোগ, যথাযথ হিসাবরক্ষণ, প্রযুক্তি এবং যুক্তিবাদী আইন এর পশ্চাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর সঙ্গে যুক্তিবাদী কর্মোদ্যম, জীবন প্রণালীর যুক্তিবৈধতা এবং যুক্তিবাদী অর্থনৈতিক নীতিবোধ পরিপূরক উপাদানের ভূমিকা পালন করেছিল।

ওয়েবার শুধুমাত্র প্রোটেস্ট্যান্টদের উপরই তাঁর এই সমাজতাত্ত্বিক গবেষণাকার্য পরিচালনা করেন নি। তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ ইসলাম, ইহুদী ও কনফুসিয়াস প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক সংগঠনের উপরে বিস্তর গবেষণাকার্য চালিয়েছিলেন। তাঁর মতে চীন এবং ভারতবর্ষে কতকগুলি ধর্মনিরপেক্ষ আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে এই দুই দেশে পুঁজিবাদ

2020-5-16 13:2
Scanned with CamScanner

বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু কনফুসিয়াস প্রবর্তিত ধর্মীয় ভাবাদর্শ, হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ এবং বর্ণপ্রথা এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে।

ম্যাক্স ওয়েবারের প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ধারণাগুলির পশ্চাতে নানাবিধ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক উপাদান সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই নীতিবোধ অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে কাজ না করলেও এমন পরিস্থিতি গড়ে তুলেছিল যার দ্বারা বিকশিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি গঠন দ্রুততর হতে থাকে। অধ্যাপক **সরোকিন** (P. Sorokin)-ও একথা স্বীকার করেন যে, ওয়েবারের অর্থনৈতিক নীতিবোধ শুধু ধর্মের ফলশ্রুতি নয়। ওয়েবার স্বয়ং একথা স্বীকার করেছেন যে, ধর্মের অর্থনৈতিক নীতিবোধ নানাবিধ উপাদানের সাহায্যে গড়ে উঠেছে। যার অন্যতম উপাদান হল ধর্ম। তবে ওয়েবার তা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করতে পারেন নি। তাছাড়া অর্থনৈতিক নীতিবোধ গঠনে ধর্মের ভূমিকাটিও অস্পষ্ট। তবুও তাঁর এই তত্ত্বটি সমাজতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

Scanned with CamScanner